যায়যায়দিন

তারিখ ... ২.১. JAN ২০১০ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

# স্বনামখ্যাত সব স্কুলে গলাকাটা ফি আদায়

এম মামুন হোসেন

সরকারের সিদ্ধান্তকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে রাজধানীর স্বনামখ্যাত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাত্র ভর্তির জন্য গলাকাটা ফি আদায় করছে। নতুন শ্রেণীতে ভর্তির সময় ডোনেশন ফান্ডসহ বিভিন্ন নাম দিয়ে অতিরিক্ত এ ফি আদায় করা হচ্ছে। তাই বছরের শুরুতে সন্তানকে নতুন শ্রেণীতে ভর্তি করাতে অভিভাবকরা হিমশিম খাচ্ছেন। সম্প্রতি বেতন-ভাতা বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন রাজধানীর শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অভিভাবকরা।

ঢাকা মহানগরী এবং জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থিত নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তিতে উন্নয়ন ফি, সেশন ফি, ভর্তি ফি এবং অন্যান্য খাত মিলিয়ে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকার বেশি কোনো স্কুল আদায় করতে পারবে না বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গত ১৪ ডিসেম্বর একটি নির্দেশনামা জারি করা হয়। একই সঙ্গে তা যথাযথভাবে প্রতিপালন ও অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে (মাধ্যমিক)



**আজ ভিকারুননিসায় অভিভাবকদের বিক্ষোভ**

আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এতে নামি স্কুলগুলোর অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধ হয়নি; বরং গত বছরের তুলনায় এবার তা কয়েকগুণ বেড়েছে। এ বছর নতুন শ্রেণীতে ভর্তির জন্য রাজধানীর ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুল অ্যান্ড কলেজ নিচ্ছে ১০ থেকে ১২ হাজার, হারম্যান মেইনার স্কুল অ্যান্ড কলেজ ১৩ থেকে ১৪ হাজার, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল ১৩ হাজার, রেসিডেনশিয়াল মডেল ১২ থেকে ১৪ হাজার, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল ১৫ হাজার, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ১০ হাজার, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ১২ থেকে ১৩ হাজার এবং ভিকারুননিসা স্কুল অ্যান্ড কলেজে নতুন শ্রেণীতে ভর্তি হতে লাগছে ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা।

এ কমিটির সদস্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) মো. ফরিদউদ্দিন যায়যায়দিনকে বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছামতো যা ইচ্ছা তাই করছে। এখনি এদের লাগাম টেনে ধরতে হবে। কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। বর্তমান আইনে অতিরিক্ত ফি আদায়কারী স্কুলগুলোর এমপিও

স্কুলে : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

## স্কুলে : স্বনামখ্যাত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাতিল করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। এজন্য নতুন আইন করা প্রয়োজন।

স্বনামখ্যাত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুব ক্ষমতাধর উল্লেখ তিনি বলেন, অতিরিক্ত ফি আদায় বন্ধের ব্যাপারে ঢাকার ডিসি (শিক্ষা) ভিকারুননিসার প্রিন্সিপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাকে বাইরে আধাঘণ্টা বসিয়ে রেখে গার্ড দিয়ে বলে পাঠানো হয় তিনি এখন দেখা করতে পারবেন না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির কাছে তারা অসহায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, নতুন আইন করে এদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এছাড়া সরকারের কোনো অনুমতি ছাড়া অবৈধ শাখা খুলে ভিকারুননিসা ও মণিপুর হাইস্কুল ব্যবসা করছে। শাখাগুলোর কোনো বৈধতা নেই।

এদিকে আজ ভিকারুননিসার অভিভাবকরা বিক্ষোভ মিছিল, মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন। স্কুলের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীর অভিভাবক অভিযোগ করেন, ইচ্ছামতো ফি আদায়ের প্রতিবাদে অভিভাবকরা আন্দোলন করলেও কর্তৃপক্ষ আমলে নিচ্ছে না। প্রতি বছর বিভিন্ন নাম দিয়ে তারা ফি বাড়াচ্ছেন বলে তিনি জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্কুল শাখার এক শিক্ষার্থীর চাকরিজীবী মা জানান, গত বছরও স্কুলটিতে ভর্তি ফি, বেতন ও সেশন ফি বৃদ্ধি করা হয়। পরে অভিভাবকদের দাবির মুখে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ফি কমাতে বাধ্য হয়। এবারো বেতনসহ বিভিন্ন ফি বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, স্বল্প আয়ের অভিভাবকরা বছর বছর সন্তানকে নতুন শ্রেণীতে ভর্তিতে বিভিন্ন ফি বৃদ্ধি করলে জিম্মি হয়ে পড়েন। সরকারেরও কোনো মনিটরিং নেই বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছামতো গলাকাটা ফি আদায় করে।

এ ব্যাপারে ভিকারুননিসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া আখতার বেগমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক জানান, জীবন ধারণের ব্যয় যেহেতু বেড়েছে, সেক্ষেত্রে স্কুলের ফি বাড়ানো ছাড়া কর্তৃপক্ষের কোনো উপায় নেই। সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করার ব্যাপারে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা না করেই সরকার যে কোনো সিদ্ধান্ত দিয়ে বসে, তাই তা বাস্তবায়ন করা হয় না। পাঁচ হাজার টাকার অতিরিক্ত ফি আদায় করা যাবে না, এ নির্দেশনা না দিয়ে বরং গত বছরের তুলনায় এবার ভর্তি ফি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে- সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত দেয়া যুক্তিযুক্ত ছিল বলে তিনি মনে করেন। তিনি জানান, গত বছরও ভর্তি ফি পাঁচ হাজার টাকার বেশি ছিল। তাই এবার তা থেকে কমার কোনো সম্ভাবনা নেই।

রাজধানীর মতিঝিলের আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে গত বছরের মতো এবারো অতিরিক্ত ফি আদায় করা হচ্ছে। ২০০৯ সালে নতুন শ্রেণীতে ভর্তির সময় এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকরা অতিরিক্ত ফি আদায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন। এ ঘটনা ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার উদয়ন স্কুলসহ আরো কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ওই সময় স্থানীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যস্থতায় ভর্তি ফি ও সেশন ফি কমানো হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

উদয়ন স্কুলের অভিভাবক ফোরামের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ বলেন, সরকারের দুর্বল মনিটরিংয়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অভিভাবকদের জিম্মি করে গলাকাটা ফি আদায় করার সুযোগ পায়। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দায়সারা কমিটি করায় এর কোনো আউটপুট পাওয়া যাচ্ছে না। অভিভাবকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

অভিভাবকদের সংগঠন অভিভাবক সমন্বয় কমিটি বাংলাদেশের সদস্য সচিব নীপা সুলতানা বলেন, সারাদেশের জেলা-উপজেলাসহ রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভুক্তভোগী অভিভাবকরা অতিরিক্ত ফি আদায়ের বিষয়টি জানাচ্ছেন। সরকার একদিকে শিক্ষাকে উৎসাহিত করছে, অপরদিকে নামকরা স্কুল-কলেজগুলো ইচ্ছামতো ভর্তি ফি ছাড়াও ডোনেশন আদায় করছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা না নিলে অভিভাবকরা সমন্বিতভাবে আন্দোলনে নামবেন বলে তিনি জানান।